Keywords:
Identity
Culture
Congruent/Aligned
Religion

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

11 April 2025 / 12 Syawal 1446H

<u>সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ধর্মীয় বিশুদ্ধতার ভারসাম্য রক্ষা করা</u>

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيْلِ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের আনুগত্য অবিচল রেখে, তাঁর সকল আদেশ আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে চলে এবং তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলি করা থেকে দূরে থেকে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া লালন করতে পারি। আমরা যেন সত্য ও ন্যায়পরায়ণের পথে থাকতে চেষ্টা করি এবং সর্বদা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পছন্দের কাজগুলি করতে চেষ্টা করি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

সম্মানিত ভাইয়েরা,

শাওয়াল মাস আমাদের জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে। এগুলোকে আমরা যত বেশী আলিঙ্গন করব ততই আমরা রমযান মাসে যে ধর্মীয় বিকাশ ও ধর্মীয় মননশীলতার বীজ বপন করেছিলাম তা সংরক্ষণ করতে পারব। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের যে পরিচয় তাতে সুন্দর কিছু বৈশিষ্ট্যের মাত্রা যোগ করে। আর এই ঐতিহ্যগুলির সঙ্গে আমাদের ইসলামিক নীতিমালাগুলিকে সুবিবেচনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আমরা আমাদের পারিবারিক বন্ধন এবং আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে পারি। সুরা আন নাহল-এর ৮৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ﴿٨٩﴾

অর্থঃ *আর আমি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ।*

এই আয়াতটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইসলাম আসলে আমাদের পথপ্রদর্শক আলো হিসাবে কাজ করে এবং অনুমোদনযোগ্য ও নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে সামনে চলতে সাহায্য করে। আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চাগুলির মধ্যে পবিত্র কোরানের কথা আসে, যা আমাদেরকে ইসলামিক নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ধর্মীয় বিশুদ্ধতার মধ্যে একটি ভারসাম্য রেখে পালন করাকে উৎসাহিত করে।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চার কাজে একটি ভারসাম্যরক্ষা করা ও সংযম পালনকে ইসলাম সমর্থন করে। ইমাম মুসলিম বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আমাদের নবী করিম (সঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন, যাঁরা ইসলাম চর্চা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে করবে তাঁরা তাদের কাজের দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তিনি বলেছেন,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

অর্থঃ সীমা লঙ্ঘনঙ্কারীদের ধ্বংস হবে।

নবী করিম (সঃ) এই কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করে সকলকে সতর্ক করেছেন এই বোঝাতে যে, ধর্মে বাড়াবাড়ি করা হবে মারাত্মক রকমের বিপজ্জনক কাজ।

একটি ভারসাম্যরক্ষাকারী পথ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন অনুসরণকে যেমন ম্লান করে না তেমনি ধর্মের অত্যন্ত কঠোর ব্যাখ্যা যা কিনা অনুমোদনযোগ্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে ভুলভাবে তিরস্কার করে তাকেও গ্রহণ করে না।

ইসলামিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন সাংস্কৃতিক চর্চাকে ইসলাম স্বাগত জানায়। নিজের বাড়িতে মেহমানকে আমন্ত্রণ জানানো ,দুইত- রায়া বা কিছু অর্থসহ প্যাকেট উপহার দেয়া, ঈদ-উল-ফিতরের দিনে বেড়ানো,ইত্যাদি আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চার কিছু সুন্দর উদাহরণ যা ইসলামিক মূল্যবোধ সহানুভূতি, করুণা এবং উৎকর্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যাহোক, শাওয়ালের উদযাপনকালে, আমাদের খেয়াল রাখা দরকার যে, জেনে বা না জেনে এমন কিছু যেন আমরা না করি যা ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অতিরিক্ত খরচ করা, ঈদ উদযাপনে মগ্ন থেকে নামাজ আদায়ে অবহেলা করা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা করা, অশোভন পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি বিষয়গুলি ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এইসব আচরণ ইসলামিক উদযাপন ও ইসলামিক

মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, উদযাপনের যে প্রকৃত অর্থ তার প্রতিফলন থাকতে হবে আমাদের সকল আচরণে।

মা-সিরাল মুমিনিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

এটা আমাদের একপ্রকারের দায়িত্ব- আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মগুলি ইসলামিক শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের ওপর আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আজকের এই আন্তঃসংযুক্ত পৃথিবীতে অসাধু কর্মকান্ড প্রায়শঃই যেখানে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চর্চার মুখোশ পরে থাকে, আমাদের জন্য তখন মিথ্যাচার সম্পর্কে সজাগ থাকাটা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে মিথ্যাচার আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে সেই সমস্ত বিচারবুদ্ধি ও শিক্ষার দিকে যা আমাদের ইসলামের বিশুদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুরা লকমানের ৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ
عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦

অর্থঃ *আর মানুষের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য সস্তা বিনোদনমূলক বাক্য কিনে নেয় না জেনে এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।*

এই আয়াতটিতে কিছু লোকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে ,বলা আছে যারা কথাকে নিজ স্বার্থে এমন কৌশলে ব্যবহার করে যে অন্য মানুষকে তা ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় এবং বিপথে ঠেলে।দেয়।

এটা মাথায় রেখে, ইসলাম মানুষের যা স্বাভাবিক প্রবণতা সেগুলিকে মেনে নিতে প্রেরণা যোগায়- ফিতরা- যা আমাদেরকে চালিত করে চিন্তা করতে, প্রশ্ন করতে এবং এগুলির প্রতিফলন দেখতে।

মানুষের সহজাত প্রবণতাগুলিকে একটু নাড়া দিয়ে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদেরকে করতে হবে, তা হলো;

প্রথমতঃ **আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাবধানতা অবলম্বন করা, এবং সাংস্কৃতিক চর্চাকে নিশ্চিত করা**

আসুন, ইসলামিক নীতিমালার দৃষ্টিতে আমরা যে সব সাংস্কৃতিক চর্চা করে থাকি সেগুলি একটু নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করি। যেখানে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়কে সমৃদ্ধ করে, এটা সবসময় ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিচালিত হওয়া উচিত। যদি সংস্কৃতি এমন হয়, যা বা যার অংশবিশেষ আমাদের ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সংঘাতমূলক, তাহলে তা পরিত্যাগ করতে হবে এবং তার চর্চা কোনভাবেই করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ যাচাইকরণের মাধ্যমে ধর্মীয় নিষ্ঠা পালন করা উচিত

যখন নতুন কিংবা অপরিচিত ধর্মীয়বিধি বা ধর্মীয় শিক্ষা আমাদের সামনে আসে, তখন একজন সর্বজনস্বীকৃত উস্তাজার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তার সত্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া উচিত। এটা করলে আমাদের ধর্মীয় চর্চাগুলি সত্যিকার অর্থে এবং ইসলামের ধারা বা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মূল্যবান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

তৃতীয়তঃ সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা অনুশীলন করা

সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চার মূল্যায়ন প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এটা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সংঘাতমূলক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, বা কমপক্ষে আমাদের মধ্যে একটি সাবধানতার চেতনাবোধ জাগ্রত করে, আমাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখে। সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা পবিত্র কোরান শরীফের আহবানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যা মানুষকে নিরন্তর চিন্তা করতে, চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে এবং মননশীল

হতে উৎসাহিত করে এবং এগুলোর সামনে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করে। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বানী এবং অন্যান্যদের বানীর মধ্যে আমরা এই ধরণের এমন অনেক বানী খুঁজে পাবো।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই তিন প্রকার কাজের অভ্যাস আমরা আত্মস্থ করতে পারলে এবং নিজেরা চর্চা করতে পারলে মুসলমান হিসাবে আমাদের জীবন ও আমাদের পরিচয় ইনশা আল্লাহ আরো ভালভাবে পরিচালিত হবে । শাওয়াল মাস উদযাপন কালে আসুন, আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরি যা কি-না ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং যে সংস্কৃতি আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংঘাতমূলক ও ক্ষতিকর তাকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাই। । একটি সম্প্রদায় হিসাবে আসুন, আমরা একত্রিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ধর্মীয় অখন্ডতা তুলে ধরি যা এই দুইটির কোনটির সঙ্গেই আপোষ করে না।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ.

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে আজকের এই দিনে একটি দোয়া প্রদান করুন, যে দোয়া পাঠে আপনি আমাদের আর প্রত্যাখান করবেন না এবং যে দোয়াটি আমাদের জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেবে আর কখনও সে দুয়ার বন্ধ হবে না। আমাদেরকে প্রিয় নবী করিম (সঃ) এর সঙ্গে একত্রিত করুন। হে আল্লাহ, আপনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে আমাদের প্রিয় করে তুলুন, নবী করিম (সঃ) এর হাওদ থেকে আমাদের তৃষ্ণা

নিবারণ করুন। এবং আপনার বেহেশতে আমাদের আশ্রিত করুন, আপনার করুণায় আমাদেরকে আবৃত করুন, আমাদের সকল চাওয়া পূরণ করুন, আপনার দয়ায় আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুন, আপনার অনুগত্যের দিকে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন, আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন, এবং পরহিংসাপরায়ন লোকেদের অনিষ্ট হতেও আমাদেরকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ, আপনি সকল অনুরোধ শ্রবণকারী, এবং সকলের অভিযোগ শ্রবণকারীও আপনি, আপনি আমাদের গাজার নির্যাতিত ভাই-বোনদের আপনার করুণা দিয়ে সাহায্য করুন, আপনি সকল দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু।

হে আল্লাহ, আপনি তাদের আহতস্থানগুলি সারিয়ে তুলুন, তাদের অসুস্থতা দূর করুন, তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করুন, শীতের প্রকোপে তাদেরকে উষ্ণ রাখুন। ইয়া রাব্বুল আলামীন, ইয়া আল্লাহ, তাদের পায়ে জুতা নাই, তাদের পা ঢেকে দিন, তাদের শরীরে কাপড় নাই, আপনি তাদেরকে কাপড়ে আবৃত করুন, তারা নির্যাতিত্ তাদেরকে সাহায্য প্রদান করুন, হে নির্যাতিতের সাহায্যকারী, দুর্দশাগ্রস্তদের ডাকের উত্তরদাতা আপনি।

হে আল্লাহ, আপনার করুণায় তাদেরকে আবৃত করুন, আপনার ভালবাসা দিয়ে তাদেরকে প্রশান্ত করুন, আপনার ক্ষমতা দিয়ে তাদেরকে মজবুত করে তুলুন এবং আপনার শক্তি দিয়ে তাদেরকে সুদৃঢ় করুন।

হে আল্লাহ, যে কোন কঠিন স্বৈরাচার শাসকের হাত থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বান্দাদের নিপীড়কের কাছ থেকে তাদেরকে দূরে রাখুন। হে আল্লাহ, তাঁদের সকল ভয়কে তাঁদের নিরাপত্তা করে দিন, তাঁদের সকল দুর্দশাকে তাঁদের মুক্তিতে পরিণত করুন, তাঁদের সকল কঠিনকে সহজ করে দিন এবং সকল দুঃখকে আনন্দে পরিণত করুন। ইয়া রাব্বাল আলামীন!

হে আল্লাহ, আমাদের ইহজগত ও পরকালে মঙ্গল করুন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.